রসবাদ আলোচনা করো।

বা

বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারীভাবের সংযোগে কিভাবে রসনিষ্পত্তি ঘটে আলোচনা করো॥

রস কি :- সংস্কৃতে 'রস' ধাতুর অর্থ হল আস্বাদন, যাকে আস্বাদন করা যায় তাকে 'রস' বলা হয়। সাধারণত রস ৬ প্রকার, মধুর, কটু, অম্ল, লবন, কষা ও তিক্ত। এইসবকিছু আমরা ~~জিভ~~ জিভ দিয়ে আস্বাদন করে থাকি। সাহিত্যেরও রস থাকে, যা বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হয়না। ধরা যাক, ~~কোন~~ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' নামক ছোটগল্প পাঠক পাঠ করছে। পরিস্থিতির চাপে মহেশ নামক ঐ অবলা গরুটির যখন মৃত্যু হয়, তখন পাঠকের মনে দুঃখের অনুভূতি হয়। এই যে দুঃখের অনুভব একেই বলে রস। অর্থাৎ এই রস অনুভূত হয় হৃদয়ে। একমাত্র সহৃদয় সামাজিকের অনুভূতি প্রবন মনই কাব্যরস আস্বাদনে সক্ষম। এককথায় রস হল — 'নিজের আনন্দময় অস্তিত্বের আস্বাদরূপ একটি ব্যাপার।'

রসতত্ত্বের ব্যাখ্যা : বিখ্যাত আলংকারিক ভরত তার 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'রস' সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। এবং বলেছিলেন যা আস্বাদ্য তাই রস। পরবর্তীকালে নবম শতকে ধ্বনিবাদীদের আলোচনায় রসের প্রসঙ্গটি গুরুত্ব পায়। আনন্দবর্ধন রসধ্বনিকে কাব্যের আত্মারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীকালে আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর 'সাহিত্যদর্পন' গ্রন্থে ও জগন্নাথ তাঁর 'রসগঙ্গাধর' গ্রন্থে রসতত্ত্বের আলোচনা করেছেন।

ভাব ও রস :— রসতত্ত্বের আলোচনা শুরু করতে গেলে আমাদের দুটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক, ভাব ও রস। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে অজস্র ভাব থাকে, এইভাবের বহিঃপ্রকাশই রস। যেমন — কোন প্রিয়জনের মৃত্যুতে আমাদের মন শোকাকুল হয়। অর্থাৎ মৃত্যুতে শোকভাব জাগ্রত হয়, তার বহিঃপ্রকাশ রূপে কান্না বা

Scanned by CamScanner

ক্রন্দন করা হয়। ভাব হল লৌকিক, রস অলৌকিক। সাহিত্যিক যখন তাঁর প্রতিভাবলে লৌকিক শোক ও তার কারনের এক অলৌকিক চিত্রকাব্য ফুটিয়ে তোলেন তখনই পাঠকের মনে অলৌকিক করুন রসের জাগরন ঘটে। ভরত তার নাট্যশাস্ত্রে নয়টি ভাবকে স্বীকৃতি দিয়েছেন সেগুলি হল —

ভাব	রস
রতি	শৃঙ্গার রস
হাস্য	হাস্য রস
শোক	করুন রস
ক্রোধ	রৌদ্র রস
উৎসাহ	বীর রস
ভয়	ভয়ানক রস
জুগুপ্সা	বীভৎস রস
বিস্ময়	অদ্ভুত রস
শম	শান্ত রস

এই নয়টি ভাব থেকে নয়টি রসের উৎপত্তি ঘটে। ভাব ও রস এক জিনিস নয়।

বিভাবানুভাবব্যভিচারি সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তি : এই সূত্রটির প্রবক্তা আচার্য ভরত। বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারীভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি ঘটে। বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারীভাব কি এবং কিভাবে রসনিষ্পত্তি ঘটে তা আলোচিত হল —

- বিভাব : লৌকিক জগতে যা বিভিন্ন ভাবের উদ্‌বোধক বা বিভিন্ন ভাবকে উৎপন্ন করে, কাব্য বা নাটকে নিবেশিত হলে তাকে বিভাব বলে। বিভাব শব্দের অর্থ কারন। কেউ মারা গেলে শোকভাবে আচ্ছন্ন হই,

Scanned by CamScanner

বন্যা, মহামারী হলে মনে আশঙ্কাভাব জাগে, এই ভাবগুলি সবই লৌকিক জগতের বিষয়। এইভাব যখন সাহিত্যে প্রযোজ্য হয় তখন তা বিভাব হয়। যেমন - লৌকিক বা বাস্তবজগতে রাম, সীতা, দুষ্মন্ত, শকুন্তলা প্রত্যেকেই কারন। লৌকিক বা বাস্তবে শকুন্তলার রূপ দেখে, তার লাবন্য, তার যৌবনের সৌন্দর্য দেখে রাজা দুষ্মন্তের রতিভাবের জাগরন ঘটে বা সম্ভোগের ইচ্ছে জন্মায়, আর সেই ইচ্ছে যখন কাব্য বা সাহিত্যে বর্নিত হয় তখন তা হয়ে যায় বিভাব। এই বিভাব দুরকম — আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব। যে বস্তুকে বা বিষয়কে অবলম্বন করে রস উৎপন্ন হয় তাকে আলম্বন বিভাব বলে। যেমন - 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে দুষ্মন্তের হৃদয়ে যে রতিভাব তা শকুন্তলাকে অবলম্বন করে সৃষ্টি হয়েছে তাই শকুন্তলা হলেন আলম্বন বিভাব। আবার যে সব বস্তু বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবেশ অলৌকিকভাব বা রসের উদ্দীপনে সহায়তা করে তাকে উদ্দীপন বিভাব বলে। যেমন - কোন ভৌতিক সাহিত্যে পাঠকের চিত্তে ভয়ভাব দ্রুত জাগ্রত হয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য। যেমন - নির্জন পরিবেশ, হঠাৎ কোন বিকট শব্দ, বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ পাঠকের মনে ভয়ানক রসের জাগরন ঘটায়।

- **অনুভাব** : 'অনুভাব' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পশ্চাৎ (অনু) ভাবিত (ভাব)। অর্থাৎ ভাবের পরে যা আসে। বাস্তব জগতে আমাদের মনে যখন ভাবের উদয় হয় তখন আমরা তার বহিঃপ্রকাশ করি। যেমন - খুব রেগে গেলে চোখমুখ লাল হয়ে যায়, ঠকঠক করে শরীর কাঁপে। লৌকিক বা ব্যবহারিক জগতের এ জাতীয় আচরন যদি সাহিত্যে নিবেদিত হয় তাকে অনুভাব বলে। অন্তরের মধ্যে ভাবোদয়ের কারন হল বিভাব, আর সেই কারনের কার্য হল অনুভাব।

Scanned by CamScanner

● **স্থায়ীভাব** : সঞ্চারী বা ব্যভিচারীভাব কি সে বিষয়ে জানার পূর্বে স্থায়ীভাব বিষয়ে আলোকপাত করা আবশ্যক। আমাদের চিত্তে অনন্ত ভাবরাজির মধ্যে যেগুলি সর্বদাই গূঢ়ভাবে বর্তমান রয়েছে তা স্থায়ীভাব। আলংকারিক নয়টি স্থায়ীভাবকে স্বীকৃতি দিয়েছেন — রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, শম। এই নয়টি ভাব চিরন্তন, অক্ষয়।

● **ব্যভিচারীভাব বা সঞ্চারীভাব** : যে সমস্তভাব স্থায়ীভাবের অভিমুখে চরণ করে তাদের ব্যভিচারী বলে। স্থায়ীর মত এই ভাবগুলি মনের মধ্যে বহুল রূপে প্রতীয়মান নয়, তা কখনই মনের মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে থাকেনা। মূলভাবেরই পুষ্টি সাধন করে। আলংকারিক ৩৩ টি ~~স্থায়ী~~ ব্যভিচারীভাবের কথা বলেছেন। যেমন - চন্ডীদাসের একটি আক্ষেপানুরাগ ও প্রেমবৈচিত্ত্যের পদ — 'এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি, / পরানে পরানে বান্ধা আপনা আপনি / দুহু কোড়ে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া / আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।' এখানে রাধার মূল স্থায়ীভাব রতি, যার থেকে শৃঙ্গাররস সৃষ্টি, রাধাকৃষ্ণ এক অপরকে আলিঙ্গনাবস্থায় আছে, যা শৃঙ্গাররস আবার কী ভবিষ্যতে বিচ্ছেদের কল্পনা তাদের মধ্যে ~~স্ত~~ শোকভাব, ভয়ভাবের জাগরণ ঘটাচ্ছে, যা থেকে করুনরস ও ভয়ানক রসের আবির্ভাব ঘটেছে। অর্থাৎ ব্যভিচারী মূলভাবের রস-পরিপুষ্টি সহায়ক।

রসনিষ্পত্তি :-

'কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত
হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা
সদাই চমকে চিত॥
গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছলছল আঁখি

পুলক আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি।।
সখীর সহিত জলকে যাইতে
সে কথা কহিবার নয়
যমুনার জল করে ঝলমল
তাহে কি পরান রয়।।

এই বৈষ্ণবপদটি পূর্বরাগ পর্যায়ের। এখানে আশ্রয় আলম্বন হলেন শ্রীরাধিকা ও বিষয় আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ। যমুনার কালো জল উদ্দীপন বিভাব, চিত্তের অস্থির মনের চঞ্চলিত হওয়া, সদা ছলছল আঁখি, পুলকজনিত আকুলতা অনুভাব, "হিয়ার মাঝে..... শ্যামময় দেখি" অংশে চিন্তা, আবেগ, ঔৎসুক্য ব্যভিচারীভাব। এখানে স্থায়ীভাব হল রতি। এইভাবে সাহিত্যে রসনিষ্পত্তি ঘটে। আবার চারজন সমালোচক তাত্ত্বিক রসের নিষ্পত্তি বা উৎপত্তি বিষয়ে চারটি মতবাদের উপস্থাপন করেছেন। সেগুলি হল— অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ, ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ, ভট্টনায়কের অনুমিতিবাদ ও ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ।

Scanned by CamScanner